হন্দে গড়া পশুর হড়া

শ্রীরতন কুমার দে

বাঘ

হালুম···হুলুম···হাঁক দিয়ে বাঘ—
শিকার ধরে কামড়ে—
রক্ত চুষে, খুবলে খেয়ে
কাঁদনে দেয় সাবড়ে।
হোক না মানুষ, উট, কি, হরিণ
জেব্রা, চিতা হোক না যেই—
রাগ চড়লে মাথায় বাঘের
তার কাছেতে রক্ষে নেই।
ড্যাবা ড্যাবা চোখ দুটি তার,
খেঁদা নাকের গড়ন—
ধারাল নোখ, থাবায় বাঘের
পাটকিলে গা'র বরণ।
ভোঁটকা গা'য়ের গন্ধ ভীষণ
তিরিক্ষিরি মেজাজ—
শুনলে কাঁপে—পশু, পক্ষী,
গম্‌গমে তার আওয়াজ!
সিংহ যদিও—বনের রাজা,
সেনাপতি বাঘ—
সবার চাইতে ভয়াবহ
বিদঘুটে তার রাগ!

সিংহ

সিংহ হল—বনের রাজা
ঝুলছে কেশর ঘাড়ে
রাগলে হঠাৎ থাবার ঘায়ে
সাবাড় করেন তারে।
রাজার মতই চলন, বলন,
ওঠা বসার ঢং
ভুসো ভুসো খয়েরী তার
সারা দেহের রঙ।
পা'য়ের থাবা, ওরে বাব্বা
ভয়াল, ভয়ংকর
ভাবলে পরেই—হঠাৎ আসে
কম্প দিয়ে জ্বর।
বাসি-পচা খান না তিনি
চোষেণ রক্ত তাজা
মিলিটারি মেজাজ বলেই
তাইতো বনের রাজা।

হাতী

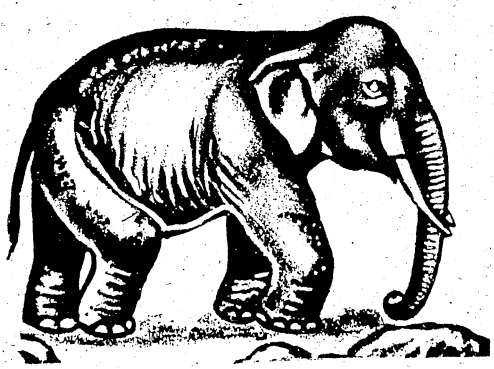

শরীর তাহার—যেন' পাহাড়
বাহার তাহার বড়—
কান দুটি তার—দুদিক পানে
কুলোর মতই ধরো।
ক্ষুঁদে চোখে—মুণ্ডু ছোট,
শুণ্ড দু'হাত পাঁকা—
দাঁত দুটো তার বেরিয়ে আছে
লম্বা, ঈষৎ বাঁকা।
পা'য়ের চাপে ভূমি কাঁপে
সবাই—থরো, থরো—
গজেন্দ্র তার গমনখানি
ঠাণ্ডা মেজাজ বড়।
খাদ্য রুচি—লতা, পাতা,
নিরামিশেই রুচি—
বিরাম বিহীন—খাটনী খেটে
তবুও সদা খুশী।
ক্ষেপলে দাঁপে, বন যে কাঁপে
কাঁপে পশু-পাখী—
লণ্ডভণ্ড করেন সবই
রাখেন না আর বাকী।
এমন পশু কে বলতো
কি বলতো নাম—
হাতী এটা বলতে ছিঃ ছিঃ
ঝড়লো মাথার ঘাম?

হরিণ

নয়ন-হরণ গাত্র বরণ
জন্তু হরিণ খাসা—
ব্যাখা করি—এমনতর
নেইকো আমার ভাষা।
চোখ দুটি তার মিষ্টিমধুর
অঙ্গে বুঁটি কাঁটা
ছট্‌ফটিয়ে—দুলকি চালে
কি বাহারী হাঁটা।
মেয়ে-মদ্দ, ভীতুর হদ্দ
একটু পেলেই আওয়াজ
এমন ছোটে—পন্‌পনিয়ে
যেমন উড়ো জাহাজ।
লতা, পাতা খাদ্য এদের
ঝর্ণা ধারার জল
ঘুরে বেড়ায় হেথায় সেথায়
সবাই বেঁধে দল।
আঁকা-বাঁকা শিং যে মাথায়
নাভী গন্ধে ভরা
মৃগনাভীর কদর যে' তাই
বিশ্বভূবন জোড়া।

চিতাবাঘ

চতুরের চূড়ামণি যত আছে চিতাবাঘ
ওৎ পেতে থাকে গাছে লুকিয়ে
শিকারের দেখা পেলে, হাঁক পেড়ে থাবা মেলে
স্যাঁৎ করে ঘাড়ে পড়ে লাফিয়ে।
চামড়ায় ডোরা কাঁটা, বিড়ালের মত ওটা,
বুদ্ধিতে করে মাত কিন্তু—
বড়সর পশু নয়, ছোটদের পরে ওর
সদা থাকে সুসজাগ দৃষ্টি।
দাঁতগুলো দাঁত নয়, করাতের পাত যেন,
ধরে যদি মোক্ষম কামড়ে—
চাক, চাক—মাংসের দলাগুলো মুখে পুড়ে
দু'মিনিটে দেয় ব্যাটা সাবড়ে।
চুপি চুপি চলে ফেরে, সুচতুর বড় ওরা
কুত্‌কুত চায় মেলে দৃষ্টি
বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিঁচি যেন
বিধাতার বিদঘুটে সৃষ্টি।

গণ্ডার

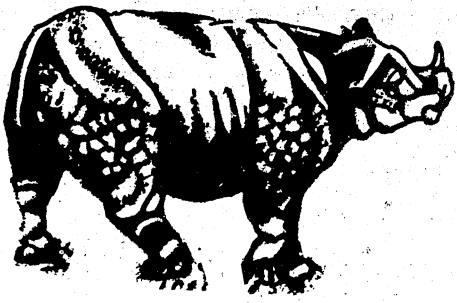

গণ্ডার……গণ্ডার……

তার কাছে বুনো ষাঁড়
দশ হাজারও কিছু নয়, নস্যি—
গুতো দিয়ে আখছার,
পশু মারে—এস্তার,
সাক্ষাৎ যমদূত দস্যি।
আছে এক শিং তার,
মজবুত সেকি ধার,
সেটা নাকি সাক্ষাৎ খুর্গ
ক্ষেপে গিয়ে গুঁ তোলেই
হাতী, ঘোড়া হোক যেই,
মরে গিয়ে যায় সিধে স্বর্গ।
শরীরের চামড়াটা
এত নাকি পুরু সেটা,
গুলি লেগে যায় তাও ছিটকে
লাথ ছোঁড় দুম্‌দাম্‌,
কানাকড়ি নেই দাম,
শিকারীর নাই তাই রক্ষে।
এক যদি টিপ করে,
কপালেতে গুলি ছোঁড়ে,
তবে নাকি হয় সেটা কুপোকাৎ
সুন্দর বনে গেলে,
আজও তার দেখা মেলে,
আরও নানা বনে মেলে সাক্ষাৎ

গড়িলা

দৈত্য হেন দেহটি তার
কুলোর মতন মুখ—
দাঁতগুলো সব মুলোর মতই
দেখলে কাঁপে বুক।
চোখ দু'টো তার জ্বল জ্বলে কি
যেন আগুন-ভাঁটা—
সামনে যাবে—বাঘ, কি, ভালুক
কার সে বুকের পাঁটা ?
চড়লে মেজাজ, সেকি আওয়াজ
গমগমে—দেয় হাঁক—
বনের রাজা সিংহ সেও
শুনলে পাড়ে লাফ।

হাতী ছোটে, বাঁদর ওঠে—
গাছেতে মগডালে—
মরক যেন নেমে আসে
ভীতু হরিণ পালে।
এদিক, সেদিক ছোটে সবাই
মুহূর্তে সব সাফ—
গরিলা সে গন্ধমাদন
পশুকুলের বাপ।
পাহাড় যেথায় গভীর বনে
থাকে গুহায় ভারি-
বদ্-মেজাজী, বেজায় পাজী,
বড়ই অহংকারী।

শেয়াল

খেঁকশেয়ালী—বুদ্ধি খালি
শয়তানিতে ঠাসা
ফন্দী, ফিকির, ধান্দাবজী
মাথায় খেলে খাসা।
লুকিয়ে খাওয়া, চুরি করা,
ফিকির শুধুই এই
শিকার ধরেন—গাঁয়ের মানুষ
ঘুমিয়ে পড়েন যেই।
হাঁস, মুরগী, ছাগল ভেড়া,
পেলে সুযোগ মত
কাঁমড়ে নিয়ে ফলার করেন
সেদিন রাতের মতো।
গর্তে দিনে লুকিয়ে থাকেন
রাত্রে চলেন ফেরেন।
রাত প্রহরে—'হুকা হুয়া'
বিদঘুটে ডাক ছাড়েন।
ঘেউ···ঘেউ···ঘেউ ডাকলে কুকুর
করলে পেছন তাড়া
শেয়াল ভায়া দৌড়ে তখন
ছেড়ে পালান পাড়া।

(গদ্যে) ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অখণ্ড অমর্ত্য জীবনলীলা

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ রচিত

বৃহৎ সারাবলী

১২৫ টাকা

বৃন্দাবনলীলা, মথুরালীলা, দ্বারকালীলা, বৃহৎ তিন খণ্ডের বই, এক খণ্ডে

মৌসুমী সাহিত্য মন্দির ।।১৫বি, টেমার লেন, কলি-৭০০ ০০৯ কলেজ স্ট্রীট

পশুগুলোর নাম বলতো

প্রকাশক ঃ প্রশান্ত তালুকদার, মৌসুমী সাহিত্য মন্দির ॥ ১৫ বি, টেমার লেন, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৯। এক টাকা